

যৌথভাবে কাজ করবে এটুআই ও অক্সফ্যাম বাংলাদেশ

চন্দন বর্মাণ ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ ইং ১৮:৩২ মিঃ



আন্তর্জাতিক সংস্থা অক্সফ্যাম বাংলাদেশ ও এটুআই যৌথভাবে কাজ করবে গ্রামীণ ও শহুরে দরিদ্র বেকার যুব ও যুবমহিলাদের মাঝে। এটুআই প্রোগ্রাম ও অক্সফ্যাম ৫ হাজার যুবক ও যুবমহিলাকে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় এ্যাপ্রেনটিচশিপের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তুলবে। তারা সপ্তাহে ৫ দিন হাতে কলমে কাজ শিখাবে এবং একদিন তাত্ত্বিক বিষয়ে জ্ঞান দেবে। এছাড়া গ্রামীণ যুব সমাজকে উদ্যোক্তা হওয়া ও স্ব-কর্ম সন্ধান ও আত্মকর্মসংস্থান কিভাবে করতে হয় সে বিষয়ে দিক নির্দেশনামূলক এবং প্রেরণামূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এ কার্যক্রমে। ইতোমধ্যে আইএলও- এর সহযোগিতায় এটুআই এ পর্যন্ত ৩০টি উপজেলায় ইনফরমাল সেক্টরে ৩৬টি ট্রেডে ১২'শ যুব ও যুবমহিলাদের কর্মে যুক্ত করেছে।

এ ধারাকে অব্যাহত ও গতিশীল রাখতে আজ সোমবার (১৮ সেপ্টেম্বর) প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়-এর এসএসএফ ব্রিফিং রুমে এটুআই ও অক্সফ্যাম বাংলাদেশ-এর মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়-এর মহাপরিচালক (প্রশাসন) এবং এটুআই প্রোগ্রামের প্রকল্প পরিচালক কবির বিন আনোয়ার এবং অক্সফ্যাম বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) এম বি আখতার নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন।



অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক কবির বিন আনোয়ার বলেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধকালীন শরণার্থী শিবিরে অক্সফ্যাম এর সেবামূলক কার্যক্রম মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সুরণ করিয়ে দেয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়-এর এটুআই প্রোগ্রামের জনপ্রেক্ষিত বিশেষজ্ঞ নাসিমুজ্জামান মুক্তা, এটুআই প্রোগ্রামের পলিসি এন্ড পার্ট আসাদ-উজ-জামান, অক্সফ্যাম এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. খালিদ হোসেন, ম্যানেজার মনীষা বিশ্বাস, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর জলি নূর হক এবং এটুআই ও অক্সফ্যাম এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

ইত্তেফাক/এমআই

## গ্রামীণ তরণদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করবে এটুআই ও অক্সফাম

একুশে টেলিভিশন

প্রকাশিত : ১১:১৯ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সোমবার



সকলের জন্য যথোপযুক্ত কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ ও মাথাপিছু রেমিটেন্স বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামীণ তরণ-তরণীদের দক্ষতা উন্নয়নে 'কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা' কর্মসূচিতে হাতে নিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস ট্রেনিং ইন্টারমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম। সরকারের এ উদ্যোগ সহায়তা দেবে লন্ডন ভিত্তিক উন্নয়ন সংস্থা অক্সফাম।

এ লক্ষ্যে সোমবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়স্থ এসএসএফ ব্রিফিং রুমে এটুআই প্রোগ্রামের সাথে অক্সফাম বাংলাদেশ-এর একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) এবং এটুআই প্রোগ্রামের প্রকল্প পরিচালক কবির বিন আনোয়ার এবং অক্সফাম বাংলাদেশ এর কাশ্চি ডিরেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) এম বি আখতার নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন।

এ সমঝোতা স্মারকের আওতায়, এটুআই প্রোগ্রাম ও অক্সফাম যৌথভাবে হাজার গ্রামীণ তরণ-তরণীকে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে শিক্ষানবিশের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আত্ম-কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রশিক্ষণ করানো হবে। শিক্ষানবিশ কালে প্রশিক্ষণে একজন এ্যাপ্রেন্টিস (শিক্ষানবিশ) কারখানায় সপ্তাহে ৫ দিন হাতে-কলমে কাজ শিখবে এবং একদিন তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে।

এর ফলে কারখানা পরিবেশে কাজ করার সুযোগ তৈরি হবে, কারখানা ভীতি কমে আসবে এবং আস্থা তৈরি হবে। আর এন্টারপ্রেনারশীপের আওতায় গ্রামীণ যুব সমাজকে এন্টারপ্রেনারশীপ বা আত্ম-কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কিভাবে ব্যবসা শুরু করতে হয়, কেমন বিনিয়োগ করতে হয়, কিভাবে ব্যাংক লোন পেতে হয়, কিভাবে নিজ ব্যবসার ব্রান্ডিং ও মার্কেটিং করতে হয় তারা ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক ধারণা পাবে।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ্যাপ্রেন্টিসশীপ বা কারখানায় হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নেওয়ার মাধ্যমে কাজ শেখার পদ্ধতিটি একটি নতুন ধারণা। উন্নত দেশগুলোর মধ্যে জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড, জার্মানিসহ অন্যান্য দেশের কারখানার উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ার ক্ষেত্রে অন্যতম কারণ হল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের সাথে ইন্ডাস্ট্রিসমূহের সংযোগ স্থাপন।

এটুআই প্রোগ্রামের উদ্যোগে ২০১৬ সালে আইএলও-এর সহযোগিতায় দেশের ৩০টি উপজেলায় ইনফরমাল সেক্টরে "শিক্ষানবিশ"র মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন" প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ৩৬টি ট্রেডে এক হাজার ২০০ বেকার তরণ-তরণী এ্যাপ্রেন্টিস (শিক্ষানবিশ) প্রোগ্রাম শেষ করে যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত হয়েছে।

২০১৭ সালে এ উদ্যোগ দেশের ৫০টি উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বর্তমানে তিন হাজার ৬০০ বেকার তরণ-তরণীকে ইনফরমাল সেক্টরে এ্যাপ্রেন্টিসশীপের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন করা হচ্ছে। ইনফরমাল সেক্টরে এ্যাপ্রেন্টিসশীপের পাশাপাশি চলতি বছর এগ্রো-ফুড, ফার্নিচার, লেদার, হোটলে এ্যান্ড ট্যুরিজম সেক্টরের ফরমাল ইন্ডাস্ট্রিতেও এ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের জনপ্রেক্ষিত বিশেষজ্ঞ নাদিমুজ্জামান মুন্ডা, এটুআই প্রোগ্রামের পলিসি এক্সপার্ট আসাদ-উজ-জামান, অক্সফাম এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার (ইকোনমিক জাস্টিস এন্ড রেসিলিয়েন্স) মো. খালিদ হোসেন, অক্সফাম এর ম্যানেজার (উইন এন্ড কমিউনিকেশন) মনীষা বিশ্বাস, অক্সফাম এর প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর জলি নূর হক এবং এটুআই ও অক্সফাম এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমকর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

# বাংলা ট্রিবিউন

## দক্ষতা উন্নয়নে একসঙ্গে কাজ করবে এটুআই-অক্সফাম

Send

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট

প্রকাশিত: ০৬:৩৮, সেপ্টেম্বর ১৯, ২০১৭ | সর্বশেষ আপডেট: ০৬:৩৮, সেপ্টেম্বর ১৯, ২০১৭

Save to Facebook



প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম ও অক্সফাম বাংলাদেশ যৌথভাবে ৫ হাজার গ্রামীণ তরুণ-তরুণীদের বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে এ্যাপ্রেন্টিসশিপের (শিক্ষানবিশ) মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও এন্টারপ্রেনারশিপ (আত্ম-কর্মসংস্থান) বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেবে। সোমবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এসএসএফ ব্রিফিং রুমে এটুআই প্রোগ্রামের সঙ্গে অক্সফাম বাংলাদেশের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।



প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) ও এটুআই প্রোগ্রামের প্রকল্প পরিচালক কবির বিন আনোয়ার এবং অক্সফাম বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) এম বি আখতার নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন।

এ সমঝোতা স্মারকের আওতায়, এ্যাপ্রেন্টিসশিপের মাধ্যমে প্রশিক্ষণে একজন শিক্ষানবিশ কারখানায় সপ্তাহে ৫ দিন হাতে-কলমে কাজ শিখবে এবং একদিন তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। আর এন্টারপ্রেনারশিপের আওতায় গ্রামীণ যুব সমাজকে আত্ম-কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কিভাবে ব্যবসা শুরু করতে হয়, কেমন বিনিয়োগ করতে হয়, কিভাবে ব্যাংক লোন পেতে হয়, কিভাবে নিজ ব্যবসার ব্রান্ডিং ও মার্কেটিং করতে হয় তারা ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা পাবে।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের জনপ্রেক্ষিত বিশেষজ্ঞ নাদিমুজ্জামান মুক্তা, এটুআই প্রোগ্রামের পলিসি এক্সপার্ট আসাদ-উজ-জামান, অক্সফামের প্রোগ্রাম ম্যানেজার (ইকোনমিক জাস্টিস অ্যান্ড রেসিলিয়েন্স) মো. খালিদ হোসেন, ম্যানেজার (উইন অ্যান্ড কমিউনিকেশন) মনীষা বিশ্বাস, প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর জলি নূর হক এবং এটুআই ও অক্সফামের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

## গ্রামীণ যুবক-যুবমহিলাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করবে এটুআই এবং অক্সফ্যাম বাংলাদেশ

অনলাইন ডেস্ক



সকলের জন্য যথোপযুক্ত কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ ও মাথাপিছু রেমিটেন্স বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের গ্রামীণ যুবক-যুবমহিলাদের দক্ষতা উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হলো 'কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা'। এ প্রসিক্তে আজ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়স্থ এসএসএফ ব্রিফিং রুমে এটুআই প্রোগ্রামের সাথে অক্সফ্যাম বাংলাদেশ-এর একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) এবং এটুআই প্রোগ্রামের প্রকল্প পরিচালক জনাব কবির বিন আনোয়ার এবং অক্সফ্যাম বাংলাদেশ এর কাফ্টি ডিরেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) জনাব এম বি আখতার নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন।

এ সমঝোতা স্মারকের আওতায়, এটুআই প্রোগ্রাম ও অক্সফ্যাম যৌথভাবে ৫,০০০ গ্রামীণ যুবক-যুব মহিলাকে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে এ্যাপ্রেনটিসশীপের (শিক্ষানবিশ) মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও এন্টারপ্রেনারশীপ (আত্ম-কর্মসংস্থান) বিষয়ক প্রশিক্ষণ করানো হবে। এ্যাপ্রেনটিসশীপের মাধ্যমে প্রশিক্ষণে একজন এ্যাপ্রেনটিস (শিক্ষানবিশ) কারখানায় সাতাহে ৫ দিন হাতে-কলমে কাজ শিখবে এবং একদিন তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। এর ফলে কারখানা পরিবেশে কাজ করার সুযোগ তৈরি হবে, কারখানা ভীতি কমে আসবে এবং আস্থা তৈরি হবে। আর এন্টারপ্রেনারশীপের আওতায় গ্রামীণ যুব সমাজকে এন্টারপ্রেনারশীপ বা আত্ম-কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কিভাবে ব্যবসা শুরু করতে হয়, কেমন বিনিয়োগ করতে হয়, কিভাবে ব্যাংক লোন পেতে হয়, কিভাবে নিজ ব্যবসার ব্রান্ডিং ও মার্কেটিং করতে হয় তারা ইত্যাদি বিষয়ে সমস্যাক ধারণা পাবে।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠপাটে এ্যাপ্রেনটিসশীপ বা কারখানায় হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নেওয়ার মাধ্যমে কাজ শেখার পদ্ধতিটি একটি নতুন ধারণা। উন্নত দেশগুলোর মধ্যে জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড, জার্মানিসহ অন্যান্য দেশের কারখানার উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ার ক্ষেত্রে অন্যতম কারণ হল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের সাথে ইন্ডাস্ট্রিসমূহের সংযোগ স্থাপন। এটুআই প্রোগ্রামের উদ্যোগে ২০১৬ সালে আইএলও-এর সহযোগিতায় দেশের ৩০টি উপজেলায় ইনফরমাল সেক্টরে "শিক্ষানবিশ"র মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন" প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ৩৬টি ট্রেডে ১,২০০ বেকার যুবক-যুব মহিলা এ্যাপ্রেনটিস (শিক্ষানবিশ) প্রোগ্রাম শেষ করে যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত হয়েছে। ২০১৭ সালে এ উদ্যোগ দেশের ৫০টি উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বর্তমানে ৩,৬০০ বেকার যুবক-যুব মহিলাকে ইনফরমাল সেক্টরে এ্যাপ্রেনটিসশীপের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন করা হচ্ছে। ইনফরমাল সেক্টরে এ্যাপ্রেনটিসশীপের পাশাপাশি চলতি বছর এগ্রো-ফুড, ফার্নিচার, লেদার, হোটলে এ্যাজ ট্যুরিজম সেক্টরের ফরমাল ইন্ডাস্ট্রিতেও এ্যাপ্রেনটিসশীপ প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে।

'সমাজের কোন অংশকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন নয়'-মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এমন বক্তব্যকে মূলমন্ত্র ধরে এটুআই প্রোগ্রাম নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সাথে এ্যাপ্রেনটিসশীপ (শিক্ষানবিশ)-এর মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন, সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য তৈরি পোষাক বিষয়ক দক্ষতা ও কর্মসংস্থান, গ্রামীণ নারীদের জন্য আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক দক্ষতা উন্নয়ন, মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনগণের জন্য ইমাম বাতায়ন এবং কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীর জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রোগ্রাম উল্লেখযোগ্য।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের জনশ্রেণিক্ত বিশেষজ্ঞ নাদিমুজ্জামান মুক্তা, এটুআই প্রোগ্রামের পলিসি এক্সপার্ট আসাদ-উজ-জামান, অক্সফ্যাম এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার (ইকোনমিক জাস্টিস এন্ড রেসিলিয়েন্স) মোঃ খালিদ হোসেন, অক্সফ্যাম এর ম্যানেজার (উইন এন্ড কমিউনিকেশন) মনীষা বিশ্বাস, অক্সফ্যাম এর প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর জলি নূর হক এবং এটুআই ও অক্সফ্যাম এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমকর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।